গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মে/২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৮.০৫.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৯.০৪.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। পূর্ববর্তী মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যথারীতি প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিজি, বিআর জানান যে, উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি রেল ফেন্সিং ও বৃক্ষ রোপণ করে ডিইএন/১/ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হচ্ছে। খিলগাঁও রেল গেইট হতে মহাখালী রেল গেইট পর্যন্ড় উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয় সে জন্য ৭০ জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৫ তারিখে শেষ হবে। সভাপতি উচ্ছেদ কার্যক্রমের ছবিসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ড উচ্ছেদের পর ধ্বংসকৃত স্থাপনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশি-ষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গা পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখলপ্রবণ এলাকায় কাঁটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। দায়িত্বরত আনসারদের অস্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। (৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডও উচ্ছেদ করতে হবে এবং উচ্ছেদের পর ধ্বংসকৃত স্থাপনা সমূহের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা মোট ১৬৩টি। এপ্রিল, ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৫টি নতুন মামলা দায়ের হয়েছে । পশ্চিমাঞ্চলে নতুন কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। এ মাসে উভয় অঞ্চলে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ পর্যন্ড় দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৫৭টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৩টি। এপ্রিল, ২০১৫ মাসে আদায়কৃত মোট টাকার পরিমাণ ২,৯৭,০০০/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ১,১৫,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮২,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৪০,৮৬,৪৬২/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকা পরিমাণ =১০,৩৯,৪৩,৬৬৭/- টাকা । ডিজি, বিআর জানান যে, বাদী বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রি এবং দখল হস্ড়ান্ড়রের কার্যক্রমের বির"দ্ধে রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ এর ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক গত ১৩.০১.২০১৫ তারিখে ৬(ছয়) মাসের জন্য সমস্ড় নির্মাণ কাজসহ কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আন্ড়ঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও(পূর্ব) কর্তৃক গত ০৮-০৫-২০১৩ তারিখে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে । এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও(পূর্ব)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির ১৮.০৫.২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলী আন্ড়ঞ্জেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি মহোদয় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে। (৪) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) নিয়মিত সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালা সচিব মহোদয় বরাবর দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করে খসড়া নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালায় সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করতঃ তা অন্তর্ভুক্ত করে অতি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২ যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে মোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে রেলওয়ে এ্যাক্টসহ অন্যান্য এ্যাক্ট ও কোড এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেলভূমির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট ডি.ও পত্র ১৯.০১.২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এখনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	(১) রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের জন্য যে ডি ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তা follow-up করতে হবে। (২) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই-বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে Book adjustment এর উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ বারেরমত ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২৬.০৫.২০১৫ তারিখে সভা হয়েছে। ডিজি,বিআর জানান যে, ১৯.০৪.২০১৫ তারিখে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করেছে, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন। সভাপতি, যুগ্ম-সচিব (ভূমি)-কে আহবায়ক করে বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ (ক) যুগ্ম-সচিব (ভূমি)- রেলপথ মন্ত্রণালয়- আহবায়ক । (খ) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা(পূর্ব এবং পশ্চিম)- বাংলাদেশ রেলওয়ে- সদস্য । (গ) পরিচালক(প্রকৌশল)- বাংলাদেশ রেলওয়ে- সদস্য ।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			(ঘ) প্রকল্প পরিচালক Land Survey and Preparation of Land use plan প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে- সদস্য সচিব। কার্যপরিধি ঃ কমিটি পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করবে।	
৪.৬	হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইতোঃপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নতুন করে নক্সাসহ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা) কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।
		(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ		
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হবে।	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির যথাযথ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৮	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৭১টি পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে নন ক্যাডার নন গেজেটেড ৪৮টি পদের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের ০১টি পদ ও অফিস সহায়ক এর ০৬টি পদে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি প্রদান করা হয়নি। সিনিয়র সহকারী সচিব এর ১০ টি পদসহ নন ক্যাডার ৪৮টি পদ সৃজনের নিমিত্ত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে সার-সংক্ষেপ প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যুগ্মসচিব এর ০২টি এবং উপ-সচিব এর ০৪টি পদ সৃজনের কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং যেহেতু বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে সেহেতু এর পরবর্তী প্রক্রিয়ার (সচিব কমিটি) জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।	১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৯	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২/০৩/২০১৫ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে, বিধি অনুবিভাগের ৩০.০৯.২০১৪ তারিখের পত্রানুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ে (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ প্রস্তাবটি প্রক্রিয়া করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপএন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবেনিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১০	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪/০৩/২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬/০৪/২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯/০৪/২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এখনও তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। সভাপতি মহোদয় তথ্যাবলী দ্রুত প্রেরণের জন্য তাগিদ প্রদান করেন।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৯৮টি। এপ্রিল/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ০৯টি। এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৮৯টি এর মধ্যে সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩০১৩টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮৪টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯২টি, নিষ্পত্তিকৃত- ০৯টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ২৮টি । অডিট আপত্তিগুলি নিষ্পত্তির জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে ২টি করে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১) জানান যে, মন্ত্রণালয় কোন পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই। দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩টি(তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত: এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি,বিআর'কে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিস্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে মার্চ/২০১৫ মাসের জের ৬টি, এপ্রিল/২০১৫ মাসে নতুন কেইস ২টিসহ এপ্রিল/২০১৫ এর জের ৮টি।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৩	বিভাগীয় মামলা।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩৮টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা র"জু হয়নি। চলতি মাসে কোন মামলা নিস্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩৭টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০১টি, অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৮টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৭টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্র"ত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মার্চ/২০১৫ মাসের জের ২৭৯ টি, এপ্রিল/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৬৩টি, নিস্পত্তি হয়েছে ২৭টি। এপ্রিল/২০১৫ মাসের জের ৩১৫টি। যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্র"ত নিস্পত্তির জন্য সংশি- ষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৪	পরিদর্শন।	ডিজি, বিআর জানান যে, গত ১৩/৩/২০১৪ তারিখে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), পরিচালক (প্রকৌশল) এবং উপ-পরিচালক (ভূ-সম্পত্তি) কর্তৃক যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তি শাখা পরিদর্শনকরতঃ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুর"ত্ব আরোপ করেন।	(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (৩) যুগ্ম-সচিব(আইন/সংযুক্ত) কর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৫	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশনকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫৭ জন এবং ২৩৬ জন কর্মকর্তা PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সফ্টওয়ার সরবরাহ এবং সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (৪) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		কার্যালয়কে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে Video Conferencing, Website সংযোগ Wifi সংযোগ, LIS, CWCS-এর কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ, স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য অত্র দপ্তর হতে ২০/৯/২০১৪ তারিখে একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, TEC কর্তৃক মূল্যায়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন গ্রহণের কার্যক্রম চলছে। জুন/২০১৫ এর মধ্যে Wifi Zone স্থাপনের কাজ শুর" হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৪১ জন ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অদ্যাবধি ২৩৯ জন কর্মকর্তার পিডিএস রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ড় All cadre **PIMS** অনলাইনে বিসিএস (রেলওয়েঃইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডার কর্মকর্তা ১৬৯ এবং বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ক্যাডার কর্মকর্তা ৫৫ জন রেজিষ্ট্রেশন সমাপ্ত করেছেন। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের **PIMS** এর ডাটাবেইজ সার্ভারে ত্র"টির কারণে বেশ কয়েক জন কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরও ID/Password পান নাই। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে All cadre **PIMS** অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের সাথে Link চালু আছে।	(৫) যথাশীঘ্র ঢাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং চট্টগ্রাম স্টেশনে বিনা মূল্যে Wifi স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.১৬	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ এপ্রিল/২০১৫ সালের পুলিশী অভিযান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভাপতি রেলওয়ে আইন, ১৮৮০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্ত গঠিত কমিটি এখনও প্রতিবেদন পেশ না করায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৮০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ (ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক। (খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা -সদস্য। (গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য । **কমিটির কার্যপরিধিঃ** কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্য ইন, ১৮৮০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
৪.১৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২০/৫/২০১৫ পর্যন্ড়) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৯	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশি-ষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ৯ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিং এর বিষয়ে সংশি-ষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২০	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, এ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের এর বিষয়ে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং ডিআইজি রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকাকে পত্র লেখা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২১	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, বর্তমানে টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজের জন্য তিনটি স্টেশনের ইন্টারলকিং সিস্টেম এবং আরো তিনটি স্টেশনে ক্রসিং বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনে বর্তমানে ৫০টি স্থানে অস্থায়ী গতি নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করা আছে। অপর দিকে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১২০৫ জন স্টেশন মাস্টারের মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে ৫৩৮জন স্টেশন মাস্টার কর্মরত আছেন এবং ৬৬৭টি পদ শূন্য আছে। ফলে ১৪৪ টি অপারেটিং স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা সহজসাধ্য হবে। এছাড়া, চলতি বছর মার্চ, ২০১৫ মাস পর্যন্ড় বাংলাদেশ রেলওয়ে যোগে ২৪৯২৯ মেট্রিক টন সার পরিবহন করে ০১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আয় করা হয়। বর্তমানে সার পরিবহনের কোন চাহিদা নেই। অপর দিকে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ড় বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্যাংক ওয়াগন যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৬১০ মেট্রিক টন জ্বালানী তেল পরিবহন করে ৪২ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা আয় করা হয়। তবে বর্তমানে জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। সার ও জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা অব্যাহত আছে ও থাকবে। চলতি অর্থ বছরে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ড় বাংলাদেশ রেলওয়ে যোগে ৫৪ হাজার ৭২০ টিইউস কনটেইনার পরিবাহিত হয়েছে। কনটেইনার পরিবহনের প্রতি গুর"ত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২২	জিআইবিআর।	ডিজি, বিআর জানান যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pwc একটি Draft Report পেশ করে। যার উপর গত ১১/৩/২০১৫ তারিখে সচিব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে। তদানুযায়ী কার্যক্রম চলছে। জিআইবিআর প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে একটি নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান। নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সম্পাদিত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। শীঘ্রই প্রতিবেদনগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৪.২৩	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে এপ্রিল/১৫ মাসে ৬২৫ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলে বিজি ও এমজি তে সর্বোমোট ২৭১ টি (বিজি ১৯৫ ও এমজি ৭৬) কোচের ফিউমিগেশন করা হয়। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৪৫০ টি চেয়ার পরিবর্তনের বিষয়টি TEC মিটিং এ অনুমোদিত হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিষ্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নে লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	ডিজি, বিআর জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।		

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮.৬.১৫

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব